দৈনিক ইনকিলাব

078

তারিখ 19 MAR 1987
পৃষ্ঠা ... ৫ ... ১০

শিক্ষা তথ্য ও ...
ডকুমেন্টেশন
কেন্দ্র

শিক্ষাঙ্গনে

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা

ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের সবক'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ফরম সংগ্রহ করার জন্য ছাত্রদের মধ্যে হিড়িক পড়ে গেছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে ভর্তি পরীক্ষা শেষ হয়েছে। চট্টগ্রামের রাজনৈতিক নৈরাজ্যতার জন্য অনেক ছাত্র ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেনি। তাদের আবার ভর্তি পরীক্ষার সুযোগ দেয়া হবে বলে আশ্বাস দেয়া হয়েছে।

কিন্তু ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, আসলে ভর্তি পরীক্ষা নেয়ার সঠিক উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে না। এদিক দিয়ে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় প্রশংসার দাবীদার। এখানে মেধা অনুসারে ছাত্র বাছাই করা হয়। মাধ্যমিক কিংবা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের কোন শতকরা অংশ যোগ করা হয় না। এমনকি পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে এদিক-ওদিক দৃষ্টি দেয়া, কারো লেখা দেখে লেখার চেষ্টা করার জন্য কোন ছাত্রের ভর্তি পরীক্ষা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এটি শুধু কর্তৃপক্ষের নির্দেশই নয় বরং কাজেও তার প্রতিফলন দেখা যায়।

মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় চার পয়েন্ট হলেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে, কিন্তু ভর্তি পরীক্ষায় আসন বন্টন হয় ফরমের ক্রমিক নম্বর অনুসারে। ফলে মোটামুটি কোন ছাত্র প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত কিংবা মেডিকেলের ছাত্রদের সাথে আসন রেখেও বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হতে পারে। দেশে আজ কম্পিউটার চালু হলেও দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তা চালু হয়নি। ফলে মেধাবী ছাত্রদের লেখা হুবহু নকল করে মোটামুটি কোন ছাত্র ভাল ডিপার্টমেন্টে লেখাপড়া করার সুযোগ লাভ করতে পারে। এটাও সম্ভব হতো না যদি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের সুদৃষ্টি থাকতো এ ব্যাপারে।

তাদের অবহেলায় সাধারণ ছাত্রদের ভোগান্তির শেষ থাকে না। যারা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা মেডিকেলে পড়ার সৌভাগ্য অর্জন করে তারা বন্ধুত্ব এবং অনুরোধ রক্ষার্থে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পরীক্ষা দিয়ে অনেক ছাত্রের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে নিক্ষেপ করছে। এমবিবিএস কোর্সে ওয়েটিংলিস্ট উঠিয়ে দেয়া হয়েছে। এটা বোধ হয় সংখ্যালঘিষ্ঠ ছাত্রদের কর্মসংস্থানের জন্যেই। কিন্তু কিছু দিন পর দেখা যাবে যে অনেক ছাত্রই উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশ গমন, ইচ্ছানুযায়ী প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা অন্যান্য জায়গায় ভর্তি হতে পারলে এক-তৃতীয়াংশ আসন খালি হয়ে যাবে। সে ক্ষেত্রে ওয়েটিংলিস্ট বাতিল কতটুকু উপরকার করবে তা সহজেই অনুমেয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ডিপার্টমেন্টেও গত বছরের তুলনায় অনেক আসন খালি আছে। মাঝে মাঝে উচ্চ মহলের সহায়তায় কিছু কিছু আসন পূরণ হচ্ছে বলে শোনা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি পরীক্ষার এমনি সনাতন পদ্ধতি সত্যই দুঃখজনক। যার ফলশ্রুতিতে মেধাবী অনেক ছাত্র ইচ্ছানুযায়ী কোন ডিপার্টমেন্টে ভর্তি হতে না পেরে হতাশ হয়ে পড়ছে। এ জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজমান চরম অস্থিরতা, সবার জন্য নকল, পরীক্ষা পিছাতে হবে ইত্যাদি মিছিল দেখা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের চরম অস্থিরতার জন্য, এই সনাতন পদ্ধতিই দায়ী। আগামী মাসেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নির্ণয় হতে যাচ্ছে। সে ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ, যাতে মেধার সঠিক মূল্যায়ন দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

—মোঃ নাজমুল হক খোক